দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষার উজ্জীবন ঘটিয়ে শিশুদের নৈতিকতার ভিত্তিকে মজবুত করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যে তাদের মন যেন গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন হয়ে সংকীর্ণ হয়ে না যায়।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা শান্তি, মৈত্রী ও সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে এবং দেশকে সকল ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের সুখী আবাসভূমি হিসাবে গড়ে তুলতে সব ধরনের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পরিহার করারও উদাত্ত আহবান জানান।

ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বে একাধিক ধর্ম বিরাজমান। সভ্যতার শুরু থেকেই ঘটেছে ধর্মের উৎপত্তি। আর সভ্যতা ও ধর্ম একে অন্যের সম্পূরকে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তিই কোন কোন ধর্মে বিশ্বাস করে এবং তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন তার ধর্মের চেতনায় ও মূল্যবোধের আলোকে পরিচালিত হয়। মানুষ আমৃত্যু ধর্মীয় আদর্শ অনুসরণ করে।

ধর্ম বিশ্বাসকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ধর্ম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে এবং ধর্মের আদর্শ বাস্তবায়নে ধর্মীয় শিক্ষা বিরাট অবদান রাখতে পারে। বস্তুত ধর্ম পালনে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা যায় না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়।

বস্তুত এ দেশে ধর্মীয় শিক্ষার শক্তিশালী ব্যবস্থা রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এই শিক্ষা মানবজীবনে মূল্যবান ভূমিকা রাখে নিঃসন্দেহে।

বিশ্বে একাধিক ধর্ম থাকলেও এবং সেসব ধর্মে পথ ও মত পৃথক হলেও সব ধর্মের মর্মবাণী অভিন্ন। স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ-সৎপথে চলা, জীবনকে সুশৃংখলভাবে পরিচালনায় মানব কল্যাণই হচ্ছে সব ধর্মের মূল কথা। প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা তাই মানুষকে ধর্মের সত্যিকার লক্ষ্য অনুধাবনে সহায়তা করে, তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করে তাদের সুশৃংখল জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়, তাদের চিত্তলোক নৈতিক চেতনায় ও মানবতাবোধে উদ্দীপিত করে। প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষার মূল্য তাই অপরিসীম।

কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সতর্কতারও প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, ধর্মীয় শিক্ষাকে সঠিক ধারায় পরিচালিত না করলে ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন হয়ে শিক্ষার্থীর মন অনুদার ও সংকীর্ণ হবার আশংকা থাকে। আর সেই সংকীর্ণতা থেকে উৎপত্তি ঘটতে পারে সাম্প্রদায়িকতার-যার পরিণাম কখন কল্যাণকর হয় না। বিশ্বেও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে সাম্প্রদায়িকতা বিষবাষ্প মনকে একবার আচ্ছন্ন করে ফেললে যে ধর্মোন্মত্ততার সৃষ্টি হয় তা মানুষের বিবেককে কলুষিত করে। তাদের হিতাহিত জ্ঞান, মানবতাবোধ ও কল্যাণ চেতনা লোপ পায়।

এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী ধর্মীয় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় গোঁড়ামি যাতে শিক্ষার্থীদের চিত্তকে কলুষিত করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখার আহবান জানিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, এ দেশে যারা ধর্মীয় শিক্ষাদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারা প্রধানমন্ত্রীর এই আহবান স্মরণ রাখবেন।